সাবধানের মাইর নাই

আরিফুর রহমান খাদেম

জন্ম, মৃত্যু এবং বিয়ে এ তিনটি বিষয় যেমন চিরন্তন সত্য, ঠিক তেমনি সাবধানতা অবলম্বন করলে অনেক বিপদ থেকেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা যায় - এ ব্যাপারটিও চিরন্তন সত্য। ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকেই হোক, কিংবা প্রাকৃতিকভাবেই হোক আমি অনেকের সাথেই এ বিষয়ে একমত। একটি ছোট উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। আমাদের দেশের বেশিরভাগ গাড়ির চালক ট্রাফিক আইন অমান্য করে, সাবধানতা অবলম্বন না করে গাড়ি চালায়, ফলে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। তারা যদি আরো সাবধান হত এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হত, তাহলে দুর্ঘটনা অনেকাংশেই হ্রাস পেত।

গত সপ্তাহে তিন তলা থেকে পড়ে তিন বছরের শিশু আইমান মোস্তফার করুন মৃত্যু আমাকে বেশ প্রভাবিত করে। ঘটনাটি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জানার পর আমি কিছুক্ষনের জন্য হলেও মুর্ছে যাই। শুধুই নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম মানুষের জীবনে এর চেয়ে খারাপ সংবাদ আর কি হতে পারে ! তখন শুধুই আইমানের বাবা-মায়ের কথা প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ছিল। না জানি তাদের কি হাল ! তারা কি নিয়ে বাঁচবে? এ ক্ষতি অপূরণীয়। সেদিন রাতে আমি কয় মিনিট ঘুমিয়েছিলাম জানিনা। যদিও ওই পরিবারের সাথে আমার কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই, কিংবা কোনোদিন দেখেছি কিনা জানিনা, আমার মনে হচ্ছিল কিছুক্ষনের জন্য হলেও যদি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম, হয়ত মনটা খানিকটা হালকা হত। বাংলাদেশের অনেকেই নিজের মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছে উন্নত জীবন-যাপনের আশায়। এখানে এসেও যদি আমরা আমাদের বা আমাদের সন্তানদের নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়, বাবা-মায়ের চোখের সামনে ছোট ছোট নিস্পাপ শিশুদের মরণ দেখতে হয়, তাহলে কিসের উদ্দেশ্যে এ দেশে পড়ে থাকা? এ ধরনের ঘটনায় যে শুধু একটি শিশুর বাবা-মা-ই ব্যথিত হোন তা কিন্তু নয়। একই সাথে জড়িয়ে আছেন বাংলাদেশে অবস্থানরত শিশুটির বৃদ্ধ দাদা-দাদী, নানা-নানী সহ আরো অনেকেই।

আইমানের মা-বাবা তাকে নিয়ে তাদের বন্ধুর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে দেখতে কোগরায় বেড়াতে যান। কে জানতো তাদের সামনে এতবড় ট্রাজেডি দন্ডায়মান! আইমান ও তার বাবার বন্ধুর সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে বেডরুমে খেলার এক পর্যায়ে সে তিনতলা ভবন থেকে ফ্লাইস্ক্রীন লাগানো জানালা দিয়ে ১৫ মিটার নীচে পড়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে দ্রুত সেন্ট জর্জ হাসপাতালে নেয়ার আধাঘন্টা পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আইমানের যা ঘটেছে তা নতুন নয়। এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে এবং সড়ক দুর্ঘটনার মতই নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। এমনকি আমি যখন এ আর্টিক্যলের দ্বিতীয় কলামটি শুরু করি ঠিক

তখনও একই ধরনের দুর্ঘটনায় ছয় বছরের এক শিশু উঁচু ভবন থেকে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণ হারায়। অর্থাৎ তিন-চার দিনের ব্যবধানে একই শহরে দু-দুটি ঘটনা জাতীয় সমাচারে পরিণত হল। কয়েক মাস আগে আমার এক বন্ধুর ফ্ল্যাটের তিন তলা থেকে পড়ে দুবছরের এক শিশু অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। শিশুটিকে তার দাদী কোলে নিয়ে ফ্লাইস্ক্রীন বেষ্টিত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে খেলা করছিল। হঠাৎ করে অনেক নিয়ন্ত্রণ হারালে শিশুটি ফ্লাইস্ক্রীন সহ মাটিতে পড়ে যায়। ভাগ্যক্রমে স্ক্রীনটি তার নীচে থাকায় সে প্রাণে বেঁচে যায়; এমনকি তার গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। তাছাড়া বারান্দা বা ব্যালকনি থেকে পড়ে শিশু মৃত্যু বা গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনাও অষ্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অহরহ ঘটে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা কোনো রকমে জানটা বাঁচিয়ে রাখে বলে সংবাদ গুলো সব মিডিয়াতে একযোগে প্রচার করা হয় না।

বছর দুয়েক আগেও ব্যক ইয়ার্ডের সুইমিং পুলে পড়ে ছোট ছোট শিশুদের জীবন নাশের ঘটনা প্রায়ই অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় মেডিয়ায় শোনা যেতো। সরকারের ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তাদের নেয়া বেশ কিছু পদক্ষেপ এবং সন্তানদের বাবা-মায়ের অশেষ সচেতনতা এ ধরনের দুর্ঘটনা হ্রাসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে ঘটত ছাদ থেকে পড়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনা, যা গত এক-দুই যুগে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবে বাংলাদেশে উঁচু ভবনের জানালা এবং পুরো বারান্দায় গ্রিল থাকায় এ জাতীয় বিপদের আশংকা থেকে বাবা-মা প্রায় নিরাপদ থাকেন।

যদিও হায়াত-মওতের মালিক আল্লাহ্, স্বয়ং তিনিই আমাদের বলেছেন সাবধান হতে এবং তা সঠিকভাবে মেনে চললে আমরা অনেক বড় ধরনের বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব। আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নিজ চোখে দেখা কিছু জিনিস এবং নিকটাত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবদের মুখ থেকে শুনা কিছু বিষয় আমার লিখার মাধ্যমে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। এর একভাগও যদি কারো কল্যানে আসে আমার লেখাকে আমি পুরোপুরি সার্থক বলে মনে করব। যদিও সন্তান যে বয়সেই পা রাখুক না কেন বাবা-মায়ের চিন্তার কোনো শেষ নেই, তবে দেড় থেকে সাড়ে তিন বছরের বাচ্চাকে দেখাশুনা করা তাদের জন্য একধরনের চ্যালেঞ্জ। কারণ এ সময়টায় শিশুরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মা-বাবার সাথেই থাকে এবং প্রতি নিয়ত বদলাতে থাকে, যা অয়েদার ফোরকাস্টের মত কেউ আগে থেকে আঁচ করতে পারে না। তাই প্রতিটি পরিবারের উচিত এ সময়টিকে একেবারেই হালকাভাবে না নেয়া। সে কি করতে পারে বা পারেনা বা কি করতে সক্ষম বা অক্ষম না ভেবে, সে যেকোনো সময় কি করে বসতে পারে, সে বিষয়টি বেশি খেয়াল রাখা উচিত। আজ হয়ত শিশুটি বিছানা থেকে একা নামতে পারছে না, কিন্তু কাল হয়ত দেখা যাবে সে অনায়াসে বিছানা থেকে নামতে পারছে আবার উঠতেও পারছে। কারো সাহায্য ছাড়া তারা নিজেরাই নিজেদের অতি অল্প সময়ে এ ধরনের শিক্ষা দিতে পারে।

শিশুদের বিপজ্জনক স্থান নির্ভর করে ঘরের চারিপাশের পরিস্থিতির উপর। নিঃসন্দেহে ব্যাক ইয়ার্ডের সুইমিং পুল, বাথরুম ও রান্নাঘর ঝুঁকিপূর্ণ স্থান। তবে যারা উঁচুতলায় থাকেন তাদের শিশুদের জন্য বাথরুম ও রান্নাঘরের পাশাপাশি জানালা ও বারান্দাও বিপজ্জনক স্থান। সিডনির বিভিন্ন সাবার্বে অনেক ফ্ল্যাট বা ইউনিটের জানালায় নিরাপদ বেষ্টনী নেই। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্লাইডিই কাঁচের

জানালায় নিরাপদ লক সিস্টেম না থাকায় বা মেরামতের অভাবে যেকোনো শিশু খুলে ফেলতে পারে। আবার অনেক বাসায় কাঁচের জানালার পাশাপাশি ফ্লাইস্ক্রীনও আছে যা নড়বড়ে। বাতাসে বা একটু ধাক্কা লাগলেই পড়ে যেতে পারে। ফলে যেকোনো সময় ওই জানালা দিয়ে মহা বিপদ ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারের উচিত ফ্লাইস্ক্রীনের ব্যবস্থা করা এবং নিশ্চিত করা যে এগুলো জানালায় পরিপূর্ণভাবে আটকানো। ভাড়া বাড়িতে থাকলে শিঘ্রই এজেন্সির শরণাপন্ন হোন ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামতের জন্য তাগাদা দিন। যদি তারা করতে বিলম্ব করে, আপনি নিজেই করে নিন। ফ্ল্যাট কিনলে বা ভাড়ায় উঠার আগেই বাসার প্রতিটি জানালা ভাল করে পরীক্ষা করে নিন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামত করে নিন। শুধুমাত্র কাঁচের বা প্লাস্টিকের জানালার উপর নির্ভরশীল না হওয়াটাই ভাল, যেহেতু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জানালা ভেঙ্গে পড়ে গিয়েও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অনেকেই বাড়ি-ঘরের চেহারা ঠিক রাখতে গিয়ে এ বিষয়গুলো এড়িয়ে চলেন। মনে রাখবেন পরিবারের নিরাপত্তা আগে, তারপর অন্যকিছু। কাউন্সিলের নিষেধাজ্ঞা থাকার ফলে পুরো বারান্দায় গ্রিল বা এ জাতীয় কোনো বেষ্টনীর অনুমতি পাওয়া না গেলেও জানালায় নিরাপদ বেষ্টনীর উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

কারো উচিত নয় জানালার পাশে বিছানা, চেয়ার, টেবিল বা এ জাতীয় কিছু রাখা, যেখান থেকে শিশুরা অনায়েসে জানালার বাইরে চলে যেতে পারে। এমনকি চেয়ার বা টুল জাতীয় কোনো কিছুই এর আশেপাশেও রাখা উচিত নয়। কারণ দেড় বছর বা এর উর্দ্ধে যেকোনো শিশু চেয়ার টেনে এনে জানালার পাশে দাঁড়াতে পারে, যা মুহূর্তেই মহা বিপদ ডেকে আনতে পারে। একই দৃষ্টি দেয়া উচিত বারান্দার ক্ষেত্রেও। আমরা জানি যে অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ বারান্দা বা ব্যালকনিতে কোনো গ্রিল নেই। ফলে এগুলো শিশুদের জন্য নিরাপদ নয়। বারান্দায় এমন কোনো জিনিস রাখা উচিত নয় যার সাহায্যে একটি শিশু দেয়াল টপকে নীচে পড়ে যেতে পারে। অনেকেই বারান্দায় চেয়ার, টেবিল, দোলনা, কাঠের বাক্স, বড় খেলনা ইত্যাদি রাখেন। যেগুলো যেকোনো পরিবারের জন্য মহা বিপদ নিয়ে আসতে পারে। কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধুর দেড় বছরের বাচ্চা বারান্দায় একা খেলছিল। হঠাৎ করেই তার হাত থেকে একটি কাপড় নীচে পড়ে যায়। সে কাপড়টি দেখার জন্য বারান্দার অপরপ্রান্ত থেকে একটি চেয়ার টেনে এনে দেয়ালে ভর করে বাইরে উঁকি মেরে কাপড়টি খুঁজছিল। ওই অবস্থায় তার বাবা তাকে দেখে ফেলে। বিপদ যে কখন কাকে কিভাবে তাড়া করে বেড়ায় বলা কঠিন। তাই সাবধান !

অনেক বারান্দায় ইটের বেষ্টনীর পরিবর্তে গ্রিল থাকে। যেখানে দুটো শিকের ব্যবধান এতই বড় যে একটি ছোট শিশু এর ভিতর দিয়ে সহজেই পড়ে যেতে পারে বা আটকে গিয়ে আহত হতে পারে। এর নিরাপত্তা বিধানে নেটের ব্যবস্থা করা উচিত, যা বানিংস্ বা এ জাতীয় হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে সহজেই সংগ্রহ করতে পারেন। তাছাড়া অনেক বারান্দার দেয়াল বেশ নীচু হওয়ায় তা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। মোটকথা বাবা-মা বা বয়স্ক কারোর সরাসরি তত্ত্বাবধান ছাড়া কারো উচিত নয় ছোট শিশুদের একাকী বারান্দায় খেলতে দেয়া। প্রতিটি সচেতন বাবা-মায়ের উচিত বারান্দার দরজা সবসময় বন্ধ রাখা। কারণ অনেক শিশুদের ক্ষেত্রে এক সেকেন্ডের কোনো ভরসা নেই। আপনি হয়তো আপনার আদরের শিশুটির সঙ্গে বারান্দায় বা জানালার পাশে রাখা বিছানায় বসে খেলা করছেন। এমন সময় হঠাৎ করে একটা

ফোন কল আসল। আপনি তাকে এক সেকেন্ডের জন্য সেখানে রেখে ফোন রিসিভ করতে দৌড়ে অন্য রুমে গেলেন। সে মুহূর্তটিও আপনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

যারা সরাসরি এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হননি তারা বেশ স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতে পারেন। তবে আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত যে এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা সবার জীবনে বারবার আসেনা। কিন্তু যখন আসে - সুনামি বা ভয়াবহ ভূমিকম্পের মতই একটি পরিবারের সকল সুখ-শান্তি বিনষ্ট করে চলে যায়। এ ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার আগেই আমাদের সকলের আরও সাবধনা হতে হবে। জন্ম ও মৃত্যুর চাবিকাঠি বিধাতা স্বয়ং নিজের হাতে রাখলেও, সাবধানে চলার সকল কৌশল তিনি আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা চাইনা আইমানের মত আর কোনো নিস্পাপ শিশু তাদের বাবা-মায়ের কোল খালি করে এভাবে বিলীন হয়ে যাক। মহান আল্লাহ আইমানের মত সকল শিশুর (যারা এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়েছে) পরিবারদের এ শোক বইবার শক্তি দিন। পরিশেষে আইমানের নিস্পাপ আত্মার মাগফেরাত কামনা করি ও দোয়া করি মহান করুনাময় যেন তোমাকে বেহেস্তের সুন্দরতম স্থানটিতে অধিষ্ঠিত করেন।

arifurk2004@yahoo.com.au